দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2-7-Aug-2007

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে ॥ বেড়েছে শতভাগ পাস

॥ নিজামুল হক ॥

বিশ্লেষণ

দেশের দ্বিতীয় পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে খ্যাত এইচএসসি পরীক্ষায় বিগত দিনের সকল সাফল্যের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রীতিমত বিপ্লব ঘটেছে। অন্যান্য সকল বছরের চাইতে পাসের হার বেড়েছে। বেড়েছে জিপিএ-৫ এর সংখ্যা। একই সঙ্গে বেড়েছে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। কমেছে শূন্যপাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, তবে কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার গতবারের চেয়ে সামান্য কমেছে। বরাবরের মতোই বাণিজ্য বিভাগে পাসের হার বেশি।

পাসের হার বেড়েছে:

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হারে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ২০০১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ২৮ দশমিক ৪১ শতাংশ। এ হার ২০০২ সালে ছিল ২৭ দশমিক ১০ শতাংশ। এ বছর বিগত দিনের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে পাসের হার বেড়ে হয়েছে ৬৪ দশমিক ২৭ শতাংশ।

বেড়েছে জিপিএ-৫ এর সংখ্যা:

এবার অন্যান্য বছরের চেয়ে জিপিএ-৫ এর সংখ্যা বেড়েছে। ২০০৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের

(প্রথম পৃঃ পর)

পেয়েছে ৩ হাজার ৩৬ জন। পরের বছর ২০০৫ সালে জিপিএ-৫ এর সংখ্যা ৫ হাজার ৫০৯, ২০০৬ সালে ৯ হাজার ৪৫০ । এ বছর তা বেড়ে হয়েছে ১০ হাজার ২০৫ জনে।

বিগত বছরগুলোর চেয়ে এবার শতভাগ পাসের স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। এ বছর শতভাগ পাস করা মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৬৩ টি। এর মধ্যে শুধু মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৫৬ টি। ২০০১ সালে সারা দেশে এ সংখ্যা ছিল ৩৯ টি, ২০০২ সালে ২১ টি, ২০০৩ সালে ৪৪ টি, ২০০৪ সালে ৮৩ টি, ২০০৫ সালে ২৭২ টি,২০০৬ সালে ৩৬৩ টি। এ বছর শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১৮ টি, রাজশাহী বোর্ডে ৮ টি।

শূন্যপাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমেছে

এ বছরের ফলাফলের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে শূন্যপাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিগত বছরের চেয়ে কমেছে। এ বছর ৬০ টি প্রতিষ্ঠানের পাসের হার শূন্য।

পাসের হার কমলেও ঢাকা বোর্ড এগিয়ে

ঢাকা বোর্ডের পাসের হার গতবছরের চেয়ে কমেছে। তবে পাসের হার ও জিপিএ-৫ হারে অন্যান্য বোর্ডের চেয়ে ঢাকা বোর্ড এগিয়ে আছে এবারও।

বরিশাল বোর্ডের বিপর্যয়

এবার খারাপ করেছে বরিশাল শিক্ষাবোর্ড। কমেছে পাসের হার,একই সাথে জিপিএ-৫ এর সংখ্যা ও হার। সকল বোর্ডের চেয়ে পাসের হার কম বরিশাল বোর্ডে।

গতবছর এইচএসসি ফল প্রকাশের সময় শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম ঘোষণা করেছিলেন, যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি সেসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হবে। ঘোষণা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শূন্যপাস করা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হয়। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক নোটিস দেয়া হয়। এমপিও বাতিলের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কলেজগুলোর শিক্ষকরা লেখাপড়ার দিকে নজর দিয়েছে।

তাছাড়া বিগত বছরের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ইংরেজীতে পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হলে শিক্ষার্থীরা উক্ত বিষয়ে অকৃতকার্য হয় এবং পাসের হার কমে যায়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মনিরুল ইসলাম বলেন, এ বছর কোন বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হয়নি। তাছাড়া ইংরেজীর প্রশ্ন সহজ হয়েছে। গড়ে ৭ বোর্ডে পাসের হার একারণে বেড়েছে।

গতকাল রবিবার শিক্ষা বোর্ড কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে একমত পোষণ করে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মান বেড়েছে। এ কারণে পাসের হারসহ সব দিকেই উন্নতি হয়েছে।